যুগান্তর

তারিখ ... 29 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

■ গাজী আলাউদ্দিন আহমদ

প্রধান রচনা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স[illegible]

শিক্ষা গবেষণায় [illegible]

দীর্ঘ ৬ বছর পর ১৯ মার্চ ২০০৭ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সমাবর্তন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের এই সমাবর্তনে সনদপত্র দেওয়া হয়। এর আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৭ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম এবং ২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা মহানগর থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংলগ্ন ময়ূর নদীর পাশে এক মনোরম পরিবেশে গল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাকালের দিক থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এর অবস্থান নবম। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এবং ভবিষ্যতের চাহিদার নিরিখে এখানে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বিষয়ে দেশে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কোর্স খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চালু করা হয়। এছাড়া স্থাপত্য ও ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কোর্স ঢাকার বাইরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চালু হয়। তাছাড়া দেশে সন্ত্রাস ও রাজনীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কেই বোঝায়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে জড়িয়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের নিরলস প্রচেষ্টা ও দীর্ঘদিনের আন্দোলন। ১৯৭৪ সালে ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে খুলনা বিভাগে উচ্চশিক্ষা প্রসারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে সুপারিশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন সরকারের কেবিনেটে খুলনায় একটি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ওই সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় ১৯৮৩ সাল থেকে উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত এ অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন গড়ে তোলে। গণআন্দোলনের মুখে ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে সরকার খুলনা বিভাগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং ১৯৮৭ সালের ৪ জানুয়ারি গল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৮৯ সালের ৯ মার্চ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালের জুন মাসে জাতীয় সংসদে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়, যা ৩১ জুলাই ১৯৯০ সালে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। এরপর ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে থেকে মাত্র ৪টি ডিসিপ্লিনে ৮০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। যার ধারাবাহিকতায় শিক্ষা কার্যক্রমে ইতিমধ্যে দেড় দশক পূর্ণ করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার বিকাশে স্থানীয় সম্পদ [illegible], উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে [illegible] [illegible]

ডিসিপ্লিনে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের অধীনে রয়েছে আর্কিটেকচার, আরবান এন্ড রুরাল প্লানিং, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিত ডিসিপ্লিন। ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের অধীনে আছে ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন। জীববিজ্ঞান স্কুলের অধীনে রয়েছে ফরেস্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি, ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রোটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফার্মেসি ও সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিন। সমাজবিজ্ঞান স্কুলের অধীনে আছে অর্থনীতি ও সোশিওলজি ডিসিপ্লিন এবং কলা ও মানবিক স্কুলের অধীনে রয়েছে ইংরেজি ডিসিপ্লিন। এছাড়া সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড স্টাডিজ অন দি সুন্দরবনস (সিআইএসএস), [illegible] সেল, মডার্ন ল্যাংগুয়েজ সেন্টার ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা ২৭৪। ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৪০৮২, এর মধ্যে বিদেশী ছাত্রছাত্রী ১৬ জন। এছাড়া কর্মকর্তা ১৩৬ এবং কর্মচারী ১৮১ জন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা [illegible] [illegible]

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের [illegible] পরিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ —ছবি: খুলনা [illegible]

শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে।

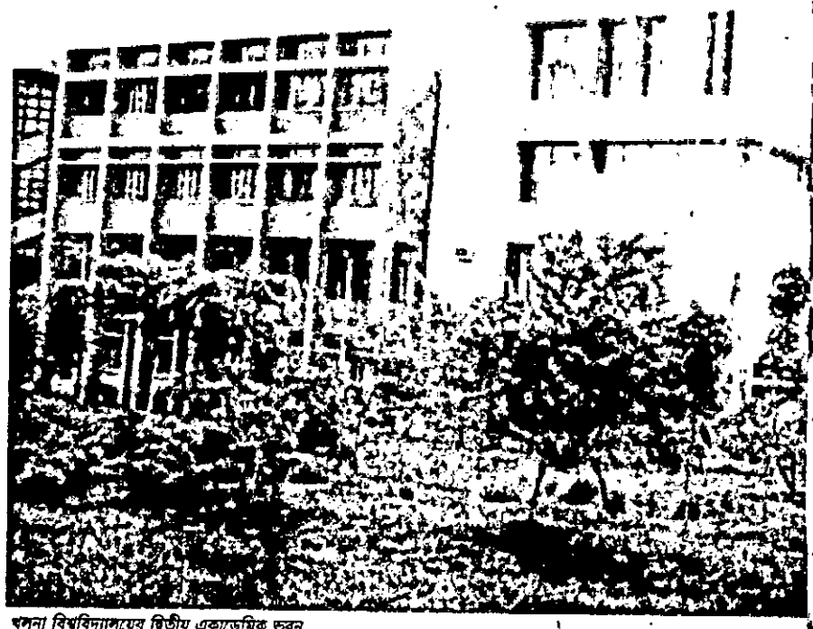

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণার সুযোগ বাড়াতে ইতিমধ্যে [illegible] ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য ২০ [illegible] কোটি টাকার দুটি প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এলামনাই এসোসিয়েশন ও ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর যোগদানের পর খুলনা বিদ্যমান এক বছরের সেশনজট [illegible] [illegible]

শিমুল ইউ[illegible]

[illegible] বিরূপের প্রদর্শনী —ছবি: [illegible]